



126400 - কবররে জায়যে পরচির্য়া ও হারাম পরচির্য়া

প্রশ্ন

আমার এক আত্মীয় তার মায়ের কবররে পরচির্য়া করার জন্য অন্য ভাইদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা চায়। মায়ের কবরটা ধুলোয় ধূসরতি হয়ে গিয়েছে। চারদিকে ছোট ছোট গাছ জন্মছে। কবরটা লোহার খাঁচা দিয়ে ঘরোও করা এবং সাদা প্রলপে দিয়ে রং করা। এর উপর মৃত ব্যক্তির নাম ও জন্ম তারিখ ইত্যাদি লিখে আছে। এই কবর দেখাশোনা ও পরচির্য়ায় টাকা দেওয়া কিতাদরে জন্য জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলামী শরীয়তে কবররে সম্মান-মর্যাদা ব্যাপক। কবরকে অবহেলা করা এবং কবরকে আক্রান্ত করা কারো জন্য জায়যে নহে। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবররে উপর বসাকে কঠিনভাবে নষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের কারো জন্য কবররে উপর বসার চয়ে অঙ্গাররে উপর বসা এবং এই অঙ্গাররে (পরনের) কাপড় পুড়ে চামড়ায় পড়ে যাওয়া তার জন্য উত্তম হবে।”[সহি মুসলিম (৯৭১)]

এই নষিধোজ্ঞার দাবি হলো মুসলিমরা কবরকে ততটুকু পরচির্য়া করবে যতটুকুর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্মান রক্ষতি হয় এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। তার কবরকে যনে কোনোভাবে ক্ষতি করা ও অমর্যাদা করা না হয়। এটি নমিনোক্ত পন্থাসমূহে বাস্তবায়তি হবে:

১- কবররে মাথার কাছে একটি চহিন রাখা, যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান সাহাবী উসমান ইবনে মাযউনের কবরে দিয়েছিলেন। আবু দাউদ (৩২০৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলনে: ‘(কবরস্থ) ব্যক্তির মাথার কাছে পাথর অথবা কাঠ অথবা এমন কিছু চহিন হিসেবে প্রদান করা সুন্নত। এমনটি বলছেন শাফয়ী, গ্রন্থপ্রণতো (অর্থাত শীরাযী) এবং মাযহাবরে সকল আলমে।’[সমাপ্ত][আল-মাজমূ’ (৫/২৬৫)] ।

২- কবেল এক বধিত পরমাণ কবর উঁচু করা; এর চয়ে বেশি নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কবর

এমনটাই ছিল। ইবনে কুদামা রাহমিহুল্লাহ বলেন: “কবর যমীন থেকে এক বঘিত উঁচু হবে, যাতবে বোঝা যায় এটি কবর। তখন মানুষজন সতর্ক থাকবে এবং কবরবাসীর জন্য দোয়া করবে। ... সামান্য পরিমাণ ছাড়া কবর উঁচু করা মুস্তাহাব নয়।” [আল-মুগনী (২/১৯০)] আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (১১/৩৪২) এ প্রসঙ্গে ফকীহদের একমত উল্লেখ করেছে।

৩- গোটো কবরস্থানকে একটি প্রাচীর দিয়ে ঘরে দোয়া বাঞ্ছনীয়; যা কবরস্থানকে সংরক্ষিত রাখবে এবং আশপোশরে জায়গা থেকে আলাদা রাখবে। তাছাড়া এটি ছোট বাচ্চাদের দুষ্টিমিও যে সব পশু কবররে অবমাননা করে সেগুলো থেকেও কবরকে রক্ষা করবে। [দখুন: ফাতাওয়াশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম (৩/২১১-২১২), সুহাইবানীর ‘আহকামুল মাকাবরি’ (৪৫৭)]

দুই:

আত্মীয়-স্বজনরে কবর রক্ষণাবেক্ষণে মানুষজন যে সমস্ত হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করে, সেগুলো নানাধি। পরবিশেষভদে এটি বিভিন্ন হয়ে থাকে। তন্মধ্যে রয়েছে:

১- কবরকে যমীনের চয়ে এক বঘিতরে বশে উঁচু করা। দলীল হলো আলী ইবনে আবী ত্বালবিকে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “কোনো প্রতিকৃতিকে না ভঙে রেখে দবি না এবং কোন উঁচু কবরকে সমান না করে ছড়ে দবি না।” [হাদীসটি মুসলমি (৯৬৯) বর্ণনা করেন]

২- কবররে উপর কিছু নির্মাণ করা। সটে যা কিছুই নির্মাণ করা হোক না কনে। উঁচু হোক কথিবা নচি। গম্বুজ কথিবা খানকা কথিবা অন্য যে কোনো কছির আকৃতিতে। আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৩২/২৫০) গ্রন্থে এসছে: “মালকৌ, শাফয়ৌ ও হাম্বলীরা মনে করেন যে কবররে উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা মৌলকিভাবে মাকরুহ। এর কারণ জাবরে (রাঃ) এর হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে চুনকাম করতে এবং কবররে উপর কিছু নির্মাণ করতে নষিধে করছেন। সটে গম্বুজ কথিবা ঘর কথিবা এই দুটা ছাড়া ভনি কছির হোক না কনে। হানাফীরা বলেন: সৌন্দর্যরে জন্য হলে হারাম হবে। আর দাফন করার পর কবরকে মজবুত করার জন্য করা হলে মাকরুহ হবে।” [সমাপ্ত]

৩- নানাপ্রকার সৌন্দর্যবর্ধক রং কথিবা চুন দিয়ে প্রলপে দেওয়া। আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৩২/২৫০) গ্রন্থে এসছে: “কবর চুনকাম মাকরুহ হওয়ার বঘিটতিতে ফকীহরা একমত। কনেনা জাবরে রাদয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম করতে, কবররে উপর বসতে এবং কবররে উপর কিছু নির্মাণ করতে নষিধে করছেন। মাহাল্লী বলেন: চুনকাম হলো চুন-সুরকি দিয়ে সাদা করা। উমাইরা বলেন: নষিধোজ্ঞার হকিমত হলো: কবররে সৌন্দর্যবর্ধন। তিনি আরও বলেন: এটি শরয়ি অনুমোদনহীন খাতে অর্থ নষ্ট করা।” [সমাপ্ত]

৪- কবরকে প্রাচীর বা বড়ো দিয়ে ঘরে দোয়া (এটি কবরস্থানকে অবাঞ্ছিত কোন কছির ও অবমাননা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রাচীর নয়)। কনেনা এতে কবররে উপর হারাম কছির নির্মাণ করার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। শাইখ আলবানী রাহমিহুল্লাহ বলেন:



“কবরকে এ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ আকৃতির বড়ো দিয়ে ঘরোও করা এক প্রকার মন্দ কাজ যা মানুষকে আল্লাহ ও তার রাসূলরে অবাধ্যতার দিকে এবং কবরবাসীকে এমন সম্মান করার দিকে ধাবিত করে যা শরীয়তে জায়যে নহে। এটি দৃশ্যমান ও জ্ঞেয় বস্তু।”[দখেুন: তাহযীরুস সাজদি: (পৃ. ৮৯)]

৫- কবররে উপর স্তূতমূলক বা শোক কথা বা অনুরূপ কিছু লখো; যা মৃত ব্যক্তির জন্য বলাপ করার অন্তর্ভুক্ত কথিবা এটি মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনে সীমালঙ্ঘনরে দরজা খুলে দেয়।

৬- কবররে উপর বৃক্ষ রোপণ করা এবং সবুজ উদ্ভদি লাগানো। এটি কবররে ক্ষেত্রে মুসলমিদরে রীতিনয়। বরং এটি খ্রিস্টানদের রীতি। ইতঃপূর্বে (14370), (41643) ও (48958) নং প্রশ্নরে উত্তরে এর বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

তনি:

উপর্যুক্ত বর্ণনার প্রক্ষেপিতে বলা যায়, কবররে শরীয়ত অনুমোদিত রক্ষণাবেক্ষণে বলতে গেলে কোনোটো টাকা-পয়সাই প্রয়োজন হয় না; যতক্ষণ কবর অবমাননা ও ময়লা আবর্জনা থেকে সুরক্ষিত থাকে। পক্ষান্তরে, কবর রঙনি করা ও কবররে উপর কিছু নির্মাণ করা কবররে হারাম পরিচরয়ার অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে কবরকে লোহার শিকি দিয়ে ঘরিয়ে ফেলোও হারাম। কবররে উপর ধুলো থাকা কবররে জন্য কোনোটো লাঞ্ছনার বস্তু নয়। বরং কবরগুলোটো সবসময় এমনই; কবরবাসীকে ধুলোর নচি দাফন করা হয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞেয়।